

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
নবান্ন, হাওড়া - ৭১১ ১০২

নং: ২১২৯/ Secy/ I CA/ 2026

তারিখ: ১১.০৯.২০২৬

প্রতি

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব / প্রধান সচিব / সচিব (সকল দপ্তর প্রধান,
পৌর কমিশনার, কলকাতা পুরনিগম,
সকল জেলাশাসক

বিষয়: সমগ্র রাজ্যে 'সেবা সংকল্প অভিযান'- এর সুসমন্বিত পরিকল্পনা, সময়সীমা ও কার্যকর রূপায়ণ -
পরিমার্জিত নির্দেশিকা।

মহাশয়/ মহাশয়া,

বিগত ০৭.০৯.২০২৬ তারিখে প্রেরিত ২৯৫ সি এস ২০২৬ চিঠির আংশিক সংশোধনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, জনসেবার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করা, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিক ভাবে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'সেবা সংকল্প অভিযান' আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে পালন করা হবে।

এই অভিযানের অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে পরিষেবা প্রদান, যুব ও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ, উদ্ভাবনী পরিবেশনা, জনশিল্প, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, পরিষেবা সংক্রান্ত নাগরিকদের অভিজ্ঞতা ও কাহিনী তুলে ধরা এবং রাজ্যব্যাপী জনসচেতনতা—এই সমস্ত উদ্যোগের সময়সীমা একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হবে। অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে পরিকল্পিত হবে এবং এর মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগগুলির ব্যাপক প্রচার ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের জন্য একটি বৃহত্তর পরিসর তৈরি হবে।

অভিযানের অধীনে প্রস্তাবিত প্রধান কর্মসূচিগুলি হল:

১. আশীর্বাদের প্রদীপ (১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সন্ধ্যা ৭ টা, রূপায়ণকারী দপ্তর; সকল দপ্তর) —

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সন্ধ্যা ৭:০০টায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সকল উপভোক্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে একযোগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে সম্মিলিত সংকল্প গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, জেলাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক/ বিশিষ্ট স্থানগুলিতে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলার বিশিষ্ট নাগরিকদের, যেমন, পদ্ম পুরস্কার বা অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রবীণ যোদ্ধা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

সকল জেলাশাসককে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর মধ্যে অবশ্যই তাঁদের জেলার সঙ্গে সংযুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের অবগতির জন্য সরকারি প্রকল্পগুলির উপভোক্তাদের তালিকা প্রদান করতে হবে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সন্ধ্যা ৭ টায় সকল উপভোক্তা যাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে জেলাগুলিকে যথাযথভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ৫০,০০০ টি প্রদীপ সংগ্রহের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা / ব্লক প্রশাসন অবিলম্বে শুরু করতে পারে।

কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সন্ধ্যায় ১ লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। কলকাতা পুরনিগমকে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ে এই অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ কলকাতা-সহ সমগ্র রাজ্যের সমস্ত সরকারি ভবনে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতা পুরনিগম কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁদের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় সরকারি ভবনগুলিতেও অনুরূপ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলকাতা পুরনিগম, জেলাশাসক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ে কলকাতা ও জেলাগুলিতে এই কর্মসূচির পর্যাপ্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২. আমার স্বপ্নের ভারত — চিত্র সেবা (১৭ সেপ্টেম্বর - ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রূপায়ণকারী দপ্তর ; স্কুল শিক্ষা দপ্তর, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর)

সরকারি প্রকল্প ও উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য প্রচারের পাশাপাশি বক্তৃতা, অঙ্কন ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সচেতন ও সংযুক্ত করতে হবে।

৩. নমো সেবা — অজানা কাহিনী — (জেলা স্তর ; ১৭ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রাজ্য স্তর ২ অক্টোবর, ২০২৬, রূপায়ণকারী দপ্তর ; স্কুল শিক্ষা দপ্তর, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর)

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বিদ্যালয়, কলেজ, পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে সংগীত-নাট্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের ভাবনা তুলে ধরা হবে। এই কর্মসূচির পরিসমাপ্তি হিসেবে আগামী ২ অক্টোবর, ২০২৬ একটি রাজ্যস্তরের পরিবেশনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. অঙ্গন মিলন সেবা — (২৫ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, রূপায়ণকারী দপ্তর ; নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর)

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মহিলা-কেন্দ্রিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সার্বিক অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৫. সেবার কাহিনী — (১৭ সেপ্টেম্বর - ৯ অক্টোবর, ২০২৬, রূপায়ণকারী দপ্তর ; তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর)

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও সরকারি প্রকল্পের উপ ভোক্তাদের সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত করে তাঁদের অনুপ্রেরণামূলক ও জীবন-পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা নির্ভর সংক্ষিপ্ত ভিডিও, রিল তৈরি করা হবে ও অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। জেলা স্তরে এই সমস্ত কাহিনীর তথ্য ও নথিবদ্ধকরণ করা হবে এবং উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলি চিহ্নিত করে মাননীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের নিজস্ব সমাজ মাধ্যমের হ্যান্ডেল-সহ বিভিন্ন সমাজ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে প্রচার করা হবে। ঐ ভিডিও ও রিলগুলি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেও প্রতিদিন পাঠাতে হবে।

৬. সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা — বিকশিত ভারতের সংকল্প (৭ অক্টোবর, ২০২৬, রূপায়ণকারী দপ্তর ; ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর)

আগামী ৭ অক্টোবর, ২০২৬ সমগ্র রাজ্যে সেবা জ্যোতি কলস অভিযানটি রিলে দৌড়/ম্যারাথন, সাইকেল বা বাইক র‌্যালির আয়োজন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করতে হবে। বিভিন্ন স্থান থেকে অংশগ্রহণকারীরা সেবা জ্যোতি কলস নিয়ে প্রতিটি জেলায় নির্ধারিত একটি কেন্দ্রীয় স্থানে সমবেত হবেন। পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় একটি করে সেবা জ্যোতি কলস স্থাপন করা হবে এবং মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ভাষণের পর বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে সংকল্প গ্রহণ করা হবে।

বিশেষত, সেবা জ্যোতি কলস যাত্রার নির্ধারিত সমাবেশস্থলগুলিত LED স্ক্রিন, ইন্টারনেট লিঙ্ক লাইনের মাধ্যমে VC-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখতে হবে। দেশাত্মবোধক ভাবধারার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও প্রস্তুত রাখতে হবে, যাতে সম্ভব হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যের আগে সেগুলি পরিবেশন করা যায়।

৭. সেবায় আমার যোগদান — (২০ সেপ্টেম্বর - ৬ অক্টোবর , ২০২৬ , রূপায়ণকারী দপ্তর ; পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর , পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, বন দপ্তর)

অভিযান চলাকালীন সাধারণ মানুষের নেতৃত্বে একটি জনসেবা-কেন্দ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক ও সমাজমুখী কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল করতে হবে।

৮. সেবা সেতু অভিযান — ২ অক্টোবর - ৪ অক্টোবর , ২০২৬ , রূপায়ণকারী দপ্তর ; পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দপ্তর)

রাজ্য সরকারের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী তিন দিনব্যাপী সমস্ত ব্লক, পৌরসভা ও পৌরনিগম এলাকায় জনকল্যাণ শিবিরের আদলে পরিষেবা প্রদানকারী শিবিরের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং যেখানে সম্ভব, যোগ্য উপভোক্তাদের শনাক্ত করে শিবিরেই তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৯ সেবার রঙে, দেশের সঙ্গে — (৬ অক্টোবর, ২০২৬ , রূপায়ণকারী দপ্তর ; পর্যটন দপ্তর)

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগম স্থলে ছাত্রছাত্রী, শিল্পী ও সাধারণ নাগরিকদের একত্রিত করে বৃহৎ পরিসরে জনশিল্প (Public Art) কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এসব শিল্পকর্মে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ, জাতীয় প্রতীক এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর ভাবনা ও স্বপ্ন তুলে ধরা হবে।

১০. সেবা ফাস্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ — (৯ অক্টোবর, ২০২৬ , রূপায়ণকারী দপ্তর ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, কারিগরি শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য , অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র , মাঝারি ও বস্ত্র দপ্তর, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর)

প্রদর্শনী, সরাসরি উদ্ভাবনী প্রদর্শন (Live Demonstration), বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা এবং সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী পরিবেশনার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, স্টার্ট-আপ, পেশাদার এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করতে হবে ও এই উদ্যোগকে সফল করতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি দপ্তর, নোডাল দপ্তর হিসেবে, অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ছয়টি দপ্তরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং কলকাতায় প্রস্তাবিত এই অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ এবং অন্যান্য রাজ্যের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি চূড়ান্ত করবে। কলকাতাকে এই কর্মসূচির অন্যতম আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি যেন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দপ্তরের পৃথক কর্মসূচি হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত রাজ্যব্যাপী অভিযান হিসেবে রূপায়িত হয়। সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে কর্মসূচির ক্যালেন্ডার, স্থান, অংশগ্রহণকারীদের সংগঠিত করা, পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা, প্রচার, তথ্য-নথিবদ্ধকরণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সংযুক্ত কর্মসূচি- নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু ও সম্পন্ন করতে হবে। কর্মসূচিগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিদ্যমান বাজেট বরাদ্দ থেকেই সম্পাদন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে জেলাশাসক এবং অন্যান্য পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।

অভিযানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি এবং জেলাগুলিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী এবং বরিষ্ঠ আই . এ . এস আধিকারিকদের জেলা-ভিত্তিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। জেলাশাসকদের সংশ্লিষ্ট নোডাল মাননীয় মন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবীণ আধিকারিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করতে হবে এবং কর্মসূচির পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

এ বিষয়ে জেলা ও ব্লক স্তরের পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে কর্মসূচিগুলি কেবলমাত্র বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। জেলাশাসকদের জেলাস্তরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

কলকাতা পুরনিগমের পৌর কমিশনার এবং সমস্ত জেলা শাসককে তাঁদের নিজ নিজ স্তরে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এবং বরিষ্ঠ আই . এ . এস আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলম্বে প্রস্তুতিমূলক সমন্বয় বৈঠক আহ্বান করতে হবে, যাতে মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' সফলভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সকল সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জেলাকে নিজ নিজ কর্মসূচির প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক, পরিকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত, নিরাপত্তা জনিত, যানবাহন/ট্রাফিক সংক্রান্ত, স্থান নির্বাচন, পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, চিকিৎসা পরিষেবা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যথেষ্ট আগে পরিকল্পনা ও নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কর্মসূচিতে একাধিক সংস্থার সমন্বয় প্রয়োজন হলে, কাজের পুনরাবৃত্তি বা কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বের ঘাটতি এড়াতে একটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন- তালিকা (Responsibility Matrix) প্রস্তুত করতে হবে।

এই অভিযান জনমুখী প্রশাসনিক পরিষেবা এবং জনসংযোগ আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও প্রদান করছে। অতএব, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা ও উদ্যোগ সম্পর্কে সঠিক, সহজবোধ্য ও নাগরিকবান্ধব তথ্য সর্বাধিক পরিমাণে প্রচার করতে হবে। বিশেষত যেসব জনগোষ্ঠী বা অংশের মানুষের কাছে তথ্য বা সরকারি পরিষেবা তুলনামূলকভাবে কম পৌঁছায়, তাঁদের উপভোক্তা হিসেবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রেরিত ডিজাইন, ক্রিয়েটিভ, ফরম্যাট এবং অন্যান্য প্রচারসামগ্রী নির্ধারিত/অনুমোদিত রূপেই ব্যবহার করতে হবে এবং সেগুলির আকার, বিষয়বস্তু বা বিন্যাস বিকৃত বা পরিবর্তন করা যাবে না।

সমস্ত দপ্তরকে কর্মসূচিগুলির সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত তথ্য-নথিভবদ্ধকরণ নিশ্চিত করতে হবে। ছবি, ভিডিও, সংক্ষিপ্ত রিল, সুফলভোগীদের অভিজ্ঞতা ও কাহিনী, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন জেলা ও দপ্তর স্তরে সংকলন করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এই নথিভবদ্ধকরণে শুধুমাত্র কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নয়, বরং তার ফলাফল এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণও যথাসম্ভব তুলে ধরতে হবে। সমস্ত দপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে তাঁদের সমস্ত সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে এই উপভোক্তাদের কাহিনীগুলির ব্যাপক প্রচারও নিশ্চিত করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি এই অভিযানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে এবং প্রস্তুতিমূলক কাজ, আন্তঃদপ্তরীয় সমন্বয় ও সব স্তরে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে। সকল কর্মসূচির নির্ধারিত দিনলিপি (ক্যালেন্ডার) এই চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

এই 'সেবা সংকল্প অভিযান' যেন একটি দৃশ্যমান, সুসংগঠিত ও অর্থবহ রাজ্যব্যাপী উদ্যোগে পরিণত হয়—যেখানে কার্যকর পরিষেবা প্রদান, নাগরিকদের বিশেষত যুবসমাজের অংশগ্রহণ, উদ্ভাবনী চিন্তা তথা সৃজনশীলতা এবং জনসংযোগ একসূত্রে যুক্ত হবে। বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত করার উপর এই অভিযানের সাফল্য নির্ভর করবে।

মনোজ কুমার আগরওয়াল

(মনোজ কুমার আগরওয়াল)

মুখ্যসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংযুক্তি: যথা নির্দেশিত।

নং: ২১২৯/ Secy/ I CA/ 2026

তারিখ: ১১.০৯.২০২৬

অনুলিপি সহৃদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হল:

১. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল মাননীয় মন্ত্রী- / রাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব (PS)
২. গার্ড ফাইল।

সৌমিত্র মোহন

(ডঃ সৌমিত্র মোহন)

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার